IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"SWADESHPREMER ANGINAYA BIDROHI NAZRULER BISTARITO SWADESHPRITITE ANTARJATIK CETANA : KOBITA O GALPE MADHUMISHRA"

Dr.Kamal Acharyya
Assistant Professor
Department of Bengali
MMD College Sabroom,
South Tripura-799145

Rebel Nazrul is a poet of humanism, a saint of liberation of human spirit. The inhuman oppression of the ruling class on the subjugated nation, the context of the anti-revolutionary repression, inspired by his humanism, helped the poet to turn his mind towards the contemporary Russian revolution. Patriotic Nazrul left his studies for the sake of humanity and accepted the First World War soldiership of No. 49 Bengali Platoon in 1917. During his stay in Karachi and various barracks during the war, Habildar Nazrul was inspired by the international consciousness after hearing about the success of the November Revolution and the resistance of the Red Army. His direct experience of this period is expressed in poems like 'Shat-il-Arab', 'Rana-veeri', 'Antar National Sangeet' etc., as well as in the instinctive stories 'Byathar Daan' 'Henna' 'Rikter Bedan'. And this manifestation of patriotism in the arena of his patriotism in detail is also reflected in the international consciousness.

Nazrul's expressiveness developed in this idealistic feature of love for his country, the ideal universal humanity of his rebellious personality makes his stories soft and alive. And in this deep connection between international and national solidarity, the poet Nazrul became the artistic soul of his storyteller Nazrul. The patriotic rebel poet Nazrul and the artistry of the storyteller in favor of world humanity, united like a brother in his rebellious spirit, his creation has become the form of newly flavored literature for us, a mixture of poetry and stories.

Key-words

1. Lal fouj
2. November Biplab
3. Biswamanabatabodh
4. Fayshibad
5. Biswashanti-sebok
6. Rudra-bina
7. Kalyan-sundar
8. Biswa Gana-jagaran.

ষস্বদেশপ্রেমের আঙিনায় বিদ্রোহী নজরুলের বিস্তারিত স্বদেশপ্রীতিতে আন্তর্জাতিক চেতনারু কবিতা ও গল্পে মধুমিশ্রা।৮

"শাতিল-আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহিদের লোহু, দিলিরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর!
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানি মিসরি আরবি কেনানি, -
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈনদের আত্মা-শির!
নাঙ্গা-শির-
শমশের হাতে, আঁশু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর।
শাতিল-আরব! শাতিল আরব!! পুত যুগে যুগে তোমার তীর।
....
ইরাক বাহিনী! এ যে গো কাহিনি,
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে জননী আমার! বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর
রক্ত-ক্ষীর-
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত চলিল দু'ফোঁটা ভক্ত-বীর!
শহিদের দেশ! বিদায়। বিদায়!! ঢালিল এ অভাগা আজ নোয়ায় শির"।

('শাত-ইল-আরব': 'অগ্নিবীণা' কাব্য)

- নজরুল মানবতাবাদের কবি, মানবাত্মার মুক্তির সাধক। তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম এই মানবতাবোধের গভীরতল থেকেই উঠে আসে। এই মানবতাবোধের আন্তর প্রেরণাই পরাধীন জাতির ওপর

শাসক শ্রেণীর অমানবিক অত্যাচার, বিপ্লব বিরোধী দমন পীড়নের প্রেক্ষাপট, কবির পক্ষ থেকে সমসাময়িক রুশ বিপ্লবের দিকে তাঁর মন ঘোরাতে সহায়তা করেছিল।

ছাত্রাবস্থা থেকেই নজরুল বিপ্লববাদের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হন। তখন তিনি সিয়ারসোল রাজস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রি-টেষ্ট পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু স্বদেশ প্রেমী নজরুল মানবতার স্বার্থেই পড়াশুনো ছেড়ে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে প্রথম মহাসমরের সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেন। সৈনিক জীবন তাঁর বিদ্রোহী কবি-আত্মার পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছিল। করাচী ও যুদ্ধচলাকালীন বিভিন্ন ব্যারাকে থাকাকালে তিনি নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্য ও লালফৌজের বীরত্বের কথা শুনে আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন। ব্যারাকের বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিকের পরিচয় ও তাদের গাথা- উপকথা জানার সুযোগ হয়েছিল, সুযোগ হয়েছিল পৃথিবীর মহাকাব্যের রস আস্বাদনের। এই ভাবে সার্বিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

"ঐতিহ্য পরম্পরায় নজরুল ইসলাম ঐতিহ্যকে স্বীকার করলেও আন্তর্জাতিকতাকে অস্বীকার করেননি। কেননা, ইতিহাসে ব্যক্তি তখনই ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন যখন তিনি জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য পরম্পরা থেকে রস গ্রহণ করে আন্তর্জাতিকতার বোধে উদ্দীপ্ত হন। নজরুল ইসলাম সেই গোত্রের কবি, যিনি সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন। "১

- রুশ-বিপ্লবে বিপ্লব-বিরোধী অমানবিক শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের মধ্যে, স্বদেশ প্রেমী নজরুল দেখেছেন- স্বদেশী বিপ্লবীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের দমন নীতির ছবি। মানবিকতার সপক্ষে, নজরুলের দেখা এই ছবিই দেশবাসীর কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন স্বদেশ-প্রেমী কবি রূপে। তাঁর 'শাত-ইল-আরব' কবিতায়, 'বর্তমান ও দূরের' কবিতায় মহত্তর চেতনায় আত্মবিস্ফারে এবং 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার প্রলয়-প্রতীকে নবযুগের আগমন বার্তা নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় সর্বাঙ্গীন অত্যাচারের চির অবসান কামনা আর 'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহে রয়েছে রুশ-বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। যেখানে মানবাত্মার মুক্তির আয়োজন, সেখানেই দেখা যায় নজরুলের দৃঢ় লেখনীর উপস্থিতি। বাংলা কাব্যে তাঁর ভূমিকা যুগ-চেতনা ও শ্রেণী চেতনার সঙ্গে জড়িত, আর এই সমস্তের প্রেক্ষাপট হলো তাঁর আন্তর্জাতিকতা বোধ। নজরুলের এই বোধ আর চেতনা, জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিক অগ্রগতির ফলে উদ্‌ভূত মূল্যবোধের ফসল। আর এই জন্যেই নজরুল বাংলা কবিতার নতুন উৎসের উদ্‌দগাতা হিসেবে স্বীকৃত। যেখানে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মিলন, গণ-চেতনা ও গণমুক্তির তুর্থধ্বনি, জীবনের সক্রিয়বোধ, সংগ্রাম, তৃষ্ণা, জীবন-প্রেমাকাঙক্ষা সেখানেই তাঁর আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ জীবন দর্শন আর স্বদেশ প্রীতি একই বৃন্তে বিকশিত।

কবি নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনার সন্ধান আমরা তাঁর গল্পেও পাই, বিশেষ করে 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' গল্পদুটিতে।

("কোটি বীরপ্রাণ
ক্ষণে নির্বাণ
তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্‌।
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত-পিশাচেরও
শিরদাঁড়া করে চনচন।
যত ডাকিনী-যোগিনী বিস্ময়াহতা,

নিশিথিনী ভয়ে থম্।

বাজে মৃত সুরাসুর পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্‌ঝম্।

....

আজ রণ-রঙিণী জগৎমাতার দেখ মহারণ

দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ

পদতলে লুটে মহিষাসুর,

মহামাতা ওই সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে

শাশ্বত নহে দানবশক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!")

('আগমনি': 'অগ্নিবীণা')

'ব্যথার দান' গল্পের নায়ক দারা এবং প্রতিনায়ক সয়ফুলমূলক লালফৌজে যোগ দেয়। কিন্তু গল্পের শিল্প নির্মিতিতে এই যোগদান কতদূর প্রয়োজন ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেয়ে গল্পের নায়ক লালফৌজে যোগদান করেছে কেন- সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানই এখানে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, দারার চরিত্রের অন্তরালে সৈনিক গল্পকার নজরুলের লালফৌজের প্রতি সমর্থন ধরা পড়ে। আর প্রতি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লালফৌজের বিপ্লব ঘোষণায় নজরল প্রতিবিম্বিত করেন পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের আদর্শ।

'লাল' বিপ্লবী মজুর শ্রেণীর সংঘবদ্ধ শপথের প্রতীকী রং। মজদুর শ্রেণীর পতাকাও লাল নিশান। আবার রুশ দেশে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে বিপ্লব হয়েছিল, তারপর বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে ফৌজ গঠিত হয়েছিল, তা 'লালফৌজ'। করাচীর ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে সৈনিক বৃত্তিতে থাকাকালে নজরুলের লেখা গল্প 'ব্যথার দান'। এ গল্পের নায়ক দারা ও প্রতিনায়ক সয়ফুলমূলক গিয়েছিলো এই লালফৌজে। এই সূত্র ধরেই গল্পকার নজরুলের বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ বলেছেন-

"১৯১৯ সালে নজরুলের ব্যথার দান' গল্পে যে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছিল তার জন্য কলকাতার একটি প্রেস অন্ততঃ গল্পটি ছাপাতে রাজি হয়নি। শুধু দেশপ্রেম নয়, নজরুল ইসলামের এই গল্পের ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতাও ফুটে উঠেছে। আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন জিনিস বলতে হবে। "২

- বোঝা যাচ্ছে 'ব্যথার দান' গল্পে দারার লালফৌজে যোগদান গল্পকারের গভীর দেশপ্রেমেরই পরিচয় বহন করছে। আর লালফৌজের দলে ভারতীয়দের যোগদানের ইতিহাসে দারা ও সয়ফুলমূলকের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে গল্পকার দেশপ্রেমের গভীর ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠারই প্রমাণ দিলেন। সেই সঙ্গে স্বদেশ প্রেমের আঙিনায় তিনি প্রমাণ দিচ্ছেন তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনারও।

ইতিহাস বলে, রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে ভূতপূর্ব জার সাম্রাজ্যের ভিতরকার বিপ্লব-বিরোধী সৈন্যদল গঠিত হয়। শুরু হয় লড়াই। এই লড়াইয়ের পক্ষে অর্থ ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতে থাকে পৃথিবীর ছোট বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। এই শক্তিগুলির লোকবলও এই বিপ্লব-বিরোধী যুদ্ধে সামিল হয়েছিলো। সকল দিক থেকে রাশিয়া হয়ে পড়েছিলো অবরুদ্ধ। তাই, বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্য রুশ দেশের ভিতরে মজুর শ্রেণীর পার্টি ও সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জনগণ একটি সৈন্যদল গঠন করেছিলো। এই সৈন্যদলের নামই লালফৌজ। রুশ দেশের মজুর কৃষকেরা অক্টোবর বিপ্লবকে যেমন আপন মনে করে নিয়েছিলো, বিপ্লব-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লালফৌজকে সাহায্য করতেও তেমনি এগিয়ে এসেছিলো সমস্ত জগতের মেহনতী মানুষ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা। এই মহান মানবতার সেবাসংঘে ভারতবর্ষও যোগ দিল। 'ব্যথার দান' গল্পে দারা ও সয়ফুলমূলকের এই লালফৌজে যোগদান যেন ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রমাণ রাখে নজরুলের আন্তর্জাতিক মানবিক চেতনারও।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ছিল লালফৌজের শত্রু। লালফৌজের মহান আদর্শ রূপায়নে তাই ভারতীয় বিপ্লবীরাও আন্তরিক সমর্থন ও প্রত্যক্ষ যোগদানে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিলো। অবশ্য, ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন ভারতীয়দের কাছে এই সমর্থন ও যোগদান ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। কেননা, এই সময়ে আমাদের দেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও লালফৌজের আতঙ্কে বিভিন্ন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো। তার ওপর ভারতবর্ষে যাতে কিছুতেই অক্টোবর বিপ্লবের হাওয়া প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারেও তারা ছিল সদা সতর্ক।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে নজরুলের গল্পের একজন ভারতীয় যুবক ইংরেজের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধকালে যোগদান করল লালফৌজে। তাকে গল্পকার করে তুললেন বিশ্বের মহান ব্যক্তি সংঘের এক মহান সদস্য। সুতরাং, নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বদেশ প্রেমের সূত্র ধরেই লেখকের এই আন্তর্জাতিক চেতনা হয় সুগভীর। শিল্পীর পক্ষ থেকে তাঁর সর্বব্যাপী মানবিক চেতনাও সুদৃঢ়রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

'ব্যথার দান' গল্পের শুধু নায়কই নয়, প্রতিনায়ক সয়ফুলমূলকের মুখ দিয়েও গল্পকার শোনাচ্ছেন সেই মানবতার মহৎ আদর্শের বাণী-

"যা ভাবলুম, তা আর হল কই? ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে তারা খুব উৎফুল্ল হয়েছে। মনে করেছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণতা আর কত পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সংঘের একজন। "৩

-এখানে 'লালফৌজ' বলতে গল্পকার নজরুল বুঝিয়েছেন 'মহান ব্যক্তি সংঘ'। এই মহান ব্যক্তিসংঘের মূল আদর্শ পীড়নকারীর অমানবিক পীড়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব করা। বিদ্রোহী দারা লালফৌজ দলে যোগ দিয়ে গর্বিত কণ্ঠে বলেছে-

"এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলাম না, তাই এই দলে এসেছি। "৪

-বিশ্বমানবতার মহান শান্তি সংঘে যোগদানকে নজরুলের নায়ক দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো কাজ বলে মনে করেছে। বিশ্বের এই মানবকল্যাণকর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ধ্বনিত হয় বিদ্রোহী কবি নজরুলেরও বিদ্রোহী বাণী-

"ঐ দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর
মরীয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার।
রক্ত যা ছিল ক'রেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ।
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়। জয় নব উত্থান! ... ...
চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা প্রাচীন!
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো-
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,

এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ!

মুক্ত কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান -

জয় নিপীড়িত প্রাণ!

জয় নব অভিযান!

জয় নব উত্থান!"৫

- এই জয়ধ্বনি বিশ্বমানবঝ্যার বন্ধন মুক্তির জয়ধ্বনি। এই জয়ধ্বনিতেই নজরুলের বিশ্বমানবতাবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে এই সূত্রে নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনার স্বরূপও।

নজরুল তাঁর গল্পের নায়ক দারাকে লালফৌজের সেনাপদে অভিষিক্ত করে বিশ্ববোধ বা আন্তর্জাতিক চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। রুশ বিপ্লবাদর্শ দ্বারা নজরুল সত্যিই প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্য-বিদ্রোহের আগুনে পরাধীনতার মানিকে জ্বালিয়ে দিয়ে যে চিতা তৈরী করতে চেয়েছিলেন নজরুল, সেই বিপ্লব বিরোধী ইংরেজ শাসকের অমানবিক শাসন শোষণের গ্লানিময় চিতার ভগ্নস্তুপ থেকেই ফোটাতে চেয়েছেন তিনি স্বাধীনতার রক্ত-কমল। বিশ্ব শান্তি বাহিনীর পক্ষ নিয়ে অমানবিক ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে 'ব্যথার দান' গল্পের দারা ফিরে আসে স্বদেশে। প্রবাসে দীর্ঘদিন মারণ-যজ্ঞের খেলা শেষ করে, স্বীয় গোলেস্তানে ফিরে আসায়, স্বভাবতই তার মধ্যে প্রথমে জাগে আবেগাপ্লুত তৃপ্তিরই আনন্দ-

".... ঘরে ফেরার বাজল বাঁশী

বহিছে বাতাস সুমন্দ।

আনন্দরে আনন্দ।।

আমার মায়ের মুখের হাসি

শরৎ- আলোর কিরণ-রাশি।

কমল বনে উঠছে ভাসি

মায়ের গায়ের সুগন্ধ।

আনন্দরে আনন্দ।।

... ...

দেশান্তরী ছেলেমেয়ে,

মায়ের কোলে এল ধেয়ে,

শিশির নীরে এল নেয়ে

স্নিগ্ধ অকাল বসন্ত।

আনন্দরে আনন্দ। "৬

- দারার এই আনন্দ ছিল মাটি মায়ের বুকে এসে মিলনানন্দের সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র -

"গোলেস্তান অনেকদিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আঃ, মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল। "৭

- কিন্তু পরক্ষণেই উদাসী দারার মনে পড়ে-

"আজ শূন্য আঙিনায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে পড়ছে জননীর সেই স্নেহ-বিজড়িত চুম্বন আর অফুরন্ত অমূলক আশঙ্কা, আমায় নিয়ে তাঁর সেই ক্ষুধিত স্নেহের ব্যাকুল বেদনা, সেই ঘুম পাড়ানোর সরল ছড়া

ঘুম পাড়ানো মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো,

বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো।

-আরও মনে পড়ছে আমাদের মা-ছেলের শত অকারণ আদর-আব্দার। ... ... সে মা আজ কোথায়?"৮

- নজরুলের শ্রদ্ধায় ব্যক্তি-মায়ের ওপরে আসন পাতা থাকে স্বদেশ মায়ের। তাঁর কাছে তাঁর দেশের মাটি যেন স্নেহময়ী জননীর শীতল কোল। এই মাটি মায়ের স্নিগ্ধ কোমল পরিবেশ তাঁর কাছে যেন স্নেহ বিজড়িত শান্ত আশ্রয়। অথচ, করাচীর ৪৯ নং বাঙালী পল্টন থেকে এই মা-মাটির প্রশান্ত আশ্রয়ে ফিরে এবং এই দেশ-মায়ের নিশ্চিত শীতল কোলে বসে ঘুমপাড়ানিয়া গান শুনেও ঘুম নেই যেন তাঁর চোখে। স্বাধীন মা আজ পরাধীনা। এই মায়ের অশ্রুজল স্বদেশ-প্রেমী নজরুলকে করে তোলে অশান্ত ধূমকেতু -

"অশান্ত ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?

তোমার সর্বমায়ার কাঁদন, যার মমতা প্রেমের বাঁধন

স্পর্শ করে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কারা।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?"৯

- যুদ্ধের বীভৎসতা ও অপচয়, বিদেশে নিপীড়িত শ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ পত্তন, স্বদেশে শ্রেণী সংগ্রামের প্রসার এবং জাতীয় জাগরণের প্রেরণা নজরুলের বাক্যকে বিষের বাঁশি'র ধ্বনি শুনিয়েছে। আবার, যুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে ইংরেজ কর্তৃক ভারতকে। স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং যথাসময়ে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, রাউলাট আইনজারী করে যতখুশী বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা, জেনারেল ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানাওয়ালাবাগে নিরীহ, নিরপরাধ নিরস্ত্র জনতাকে নৃশংসভাবে হত্যা, রম্য রল্যা ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বশান্তি কামনাতে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ণপাত না করা- প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, মানবতার পক্ষ নিয়ে কবি নজরুল হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহীর অগ্নিবীণার ঝংকার মূর্ছনায় জাগে যেন রুদ্রের বাণী। অন্তরের গভীরতল থেকে উঠে আসা সৈনিক কবির এই রুদ্র-বাণী, পরাধীন জাতির বুকে সাহস ও বল যোগাতে সদা তৎপর। এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় কোন অশুভ মায়াই তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে স্তব্ধ করতে পারে না। তাই নজরুল পারেন না, প্রথম মহাসমরের মৃত্যুলীলায় (ফ্যাসীবাদীর অমানবিক ধ্বংসলীলায়) প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থেকেও স্বীয় স্বদেশের কল্যাণ চিন্তার সূত্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে। তাই তাঁর রুদ্র-বাণী স্বদেশ মাতার বন্ধন মুক্তির জন্য, বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ঘড়্গ-হস্ত হলেও, সেই বাণীর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই রুদ্র সুন্দরকে। বন্ধনের মাঝে মুক্তির আস্বাদকে। তাই, এই অশান্ত ধূমকেতুর রুদ্র-বাণীর ঝংকার অপরাপরের অশান্তির কারণ হলেও, কবি নজরুলের চিত্তে তা বহন করে আনে প্রশান্তির অমৃত সুধা।

নজরুলের জীবন চেতনায় ভীষণ ও মধুরের একত্র সমাবেশ হয়েছে। তাঁর কবি-চিত্ত দখিনা বাতাসে মাধবী ফুলের নৃত্যছন্দের সঙ্গে মিলেছে, উন্মাদ-ফেনিল সিন্ধু তরঙ্গের সঙ্গে দুলেছে। জীবন ও মরণ উভয়কেই তিনি সমভাবে অভ্যর্থনা করেছেন। ফোটা ফুলের মেলা ও শুকনো পাতার খেলা কাউকে তিনি ছোট করে দেখেন নি। অট্টহাসি হেসে ঝড়ের বেগে যে আনন্দ আসে, নজরুল সেই আনন্দকে যেমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন, শারদ প্রভাতে শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে যে আনন্দ হাসে, সেই আনন্দের

পরশও তেমনি তিনি নিবিড়ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। এই বিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের কবিত্বসত্তার সামর্থ্যও হয়তো দুর্লক্ষ্য নয়। কবিগুরু বলছেন

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে, -
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে। "১০

- নজরুলের কবি-আত্মা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বিদ্রোহী হলেও, শেষ পর্যন্ত সেই আত্মা, রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-পুরবীর

গোধূলির রাগে যেন পেয়েছে জ্যোতির্লোকের সংকেত। তাই পরাধীন স্বদেশ মাতার ক্রন্দনে তাঁর প্রাণ তিক্ত হায়ে বিদ্রোহী হলেও, শেষ পর্যন্ত ভুবনব্যাপী মারণ-যজ্ঞের গ্লাণিতে সেই প্রাণ হয় ক্রন্দন-রত। বিশ্বমায়ের বুকে শান্তির স্নিগ্ধতা আনার জন্য, তাঁর মানবিক সত্যপ্রীতির জীবনাদর্শ বিশ্ব শান্তিবাহিনীর সৈনিক দারার মানবাত্মার মুক্তিদর্শনে একাত্ম হয়ে যায়-

"শাশ্বত যে সত্য তারই ভুবন ভরে বাজল ভেরি,
অসত্য আজ নিজের বিষেই মরল ও তার নাইকো দেরি।
হিংসুকে নয়, মানুষ হয়ে
আয় রে, সময় যায় যে বয়ে!
মরার মতন মরতে, ওরে মরণভিতু! ক-জন পায়।।
ইসরাফিলের শিঙা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দলে আয় পায় দলে আয়!
রোদন কীসের? আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়।। "১১

- ভৈরবীতে দেশ জাগাতে সত্য-দ্রষ্টা বিদ্রোহী কবি নজরুলের এই যে আগমনী মন্ত্র তাতে শ্রদ্ধা রেখে তাঁরই 'ব্যথার দান' গল্পের প্রতিনায়ক সয়ফুলমূলক নায়ক দারার প্রশস্তি গেয়ে বলছে-

"কি অচিন্ত্য অপূর্ব অসম সাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেছে দারা। সবাই ভাবছে, এত অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাণের প্রতি

ভ্রুক্ষেপও না করে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্যে হাসতে হাসতে যে এমন করে বুকের রক্ত দিচ্ছে, সে বাস্তবিকই বীর... ... ... সে যেন অগাধ অসীম এক যুদ্ধ পিপাসা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে মৃত্যুর মত কঠোর হয়ে অন্যায়কে আক্রমণ করছে। যতক্ষণ এতটুকু জ্ঞান থাকে তার, ততক্ষণ কার সাধ্য তাকে যুদ্ধস্থল থেকে ফেরায়? কী একরোখা জিদ। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, এ সংগ্রাম তার বাইরের জন্য নয়, এ যে ভিতরের ব্যথার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান। আমি জানি, হয় এর ফল অতি বিষময়, নতুবা খুবই শান্ত-সুন্দর। "১২

-বীর ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য, তার মূল উদ্দেশ্যই হলো অমানবিক ফ্যাসীবাদীদের বিরুদ্ধে শান্তির সেবকদের মরণ-পণ লড়াই। সব্যসাচী নজরুলের এই লড়াই এ তাঁর কবি-আত্মার সঙ্গে গল্প-শিল্পী নজরুলের কবি-আত্মা একাত্ম হয়ে ওঠে-

"আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ
আমি উন্মাদ।
আমি সহসা আমারে চিনেছি,
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।
আমি উত্থান, আমি পতন,
আমি অচেতন চিতে চেতন
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী
মানব-বিজয় কেতন। "১৩

-পরাধীন মাতার শৃঙ্খল মোচনে প্রয়াসী সুযোগ্য বীর সন্তানরূপে যে স্রষ্টার আবির্ভাব, তিনি স্বভাবতই 'চির উন্নত শির'। তিনি বিশ্ব-তোরণ দ্বারের অগ্রণী পথিক। সর্বোপরি দেশ মাকে ভালোবাসতে পেরেছেন বলেই তিনি বিশ্বমাকেও ভালোবাসার মতো উদারতা দেখাতে পেরেছেন। পেরেছেন বিশ্বমানবাত্মার সপক্ষে, শান্তিবাহিনীর সৈনিক হয়ে বিশ্বমানবিকতার বিজয়-কেতন ওড়াতে। কবি নজরুল ও গল্পকার নজরুল একই জীবন চেতনায় দীক্ষিত বলেই তাঁর উভয়বিধ সাহিত্যশাখাতেই এই চেতনা পল্লবিত হয়ে পাঠককে স্পর্শ করে।

("ওড়াও ওড়াও লাল নিশান
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান। ")
'রক্তপতাকার গান'

-'হেনা' গল্পেও স্বদেশ প্রেম উৎসে নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনা বিধৃত। এখানেও নায়ককে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখা যায় (লালফৌজে যোগদানের সূত্রে)। নায়িকা হেনা আফগান মেয়ে। সে যোদ্ধা সোহরাবকে ভালবাসলেও তার কাছে ধরা দিতে পারে না। কেননা, তার স্বদেশ প্রেম ব্যক্তি প্রেমের চেয়েও বড়। সে চায়, তার প্রেমিক স্বদেশের হয়ে যুদ্ধ করে জয়ী হোক। তাতেই তার প্রেমের পূর্ণতা। তখনই সে তার স্বাধীনতার আনন্দ-নিকেতনে বাসর সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকবে তার প্রেমিককে বরণ করে নেবার জন্যে।

প্রেমিকা হেনার এই স্বদেশ প্রেমের প্রেরণায় বীর সোহরাব গেলো যুদ্ধে। সেখানে আবেগ-প্রবণ সোহরাব, একবার তার বিশ্বমানব প্রেমের সর্বকল্যাণমুখী স্বভাব প্রেরণায় বলে ওঠে –

"ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু" ১৪

- সোহরাবের এই উক্তির সূত্র ধরেই, সোহরাবের চরিত্র স্রস্টা নজরুলের স্বদেশপ্রীতির সমালোচনা করে ড. সুশীল গুপ্ত বলে-

"ব্যথার দান-এর মতো 'হেনা'ও একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প। 'ব্যথার দান' এ যগিদ্রদ ব্রিটিশ-বিরোধী সজ্ঞান মনোভাব থেকে 'লালফৌজ'-এর কীর্তিত্ব কীর্তন করা হত, তাহলে 'হেনা'র নায়ক কি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে পারত? 'তবু আমি সরল মনে বলছি ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি আমার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না। আমার অনেক খামখেয়ালির অর্থ আমি নিজেই বুঝি না। "১৫

অবশ্য কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ এই মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন-

"এই গল্প ('হেনা') থেকে যে উদ্‌ধৃতি ডক্টর গুপ্ত দিয়েছেন, তা দেওয়ার আগে গল্পটি তাঁর আরও মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত ছিল। আফগান মেয়ে হেনার দেশপ্রেম কি আর তলিয়ে বোঝার দাবী রাখে না? এই গল্পের ভিতর দিয়েও নজরুলের আন্তর্জাতিকতাবোধ কি ফুটে ওঠেনি? ব্রিটিশ ফৌজের একজন ভারতীয় সৈনিক কোথায় কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল তা ডক্টর গুপ্তের বোঝা উচিত ছিল। 'ইংরেজ আমার শত্রু নয়, সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ' এই কথাটা সোহরাবের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল তখন, যখন সে আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। নজরুল ইসলাম ব্রিটিশের ভারতীয় সৈনিক ছিল। করাচীর সেনানিবাসে থাকাকালেই তিনি গল্পটি লিখেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছর। তাঁর গল্পের নায়ক সোহরাবকে তিনি পাঠিয়েছিলেন আফগানিস্তানে বাদশাহ আমানুল্লার সৈন্যদলে, যে সৈন্যদল যুদ্ধ করেছিল ভারতের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। কাজেই ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, এই কথাগুলি দিয়ে নজরুল একটা ছবরণ করেছিলেন মাত্র। " ১৬

ইতিহাস বলে, ইরাণের খোরসান প্রদেশ ব্রিটিশ সৈন্যেরা দখল করে রেখেছিল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভিতরে ছিল অনেকগুলো ভারতীয় ইউনিটও। ভারতীয় সৈন্যরা বেশী সংখ্যায় ব্রিটিশ বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কিছু ভারতীয় তুর্কির হয়ে লড়াই করেছিল। আবার কিছু ভারতীয় সৈন্য লালফৌজের ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিল। তারাই ভারতের পাঠান সৈন্য। এই পাঠান সৈন্যদলেরই একজন ছিল 'হেনা' গল্পের নায়ক সোহরাব। সে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় ইউনিটের হাবিলদার ছিল, কিন্তু পরে যোগ দেয় লালফৌজে। গল্পকার নজরুলের 'রণভেরী' কবিতায় ফুটে ওঠে তারই পরিচয়-

"কুটা দৈত্যের নাশি, সত্যেরে
দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে আয়। ... ...
লাল-পল্টন মোরা সাচ্চা,
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীরবাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি হাসি মুখে করি জয় স্বাধীনতা গান গাই।।
ওরে আয়।
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন-রণ-ভেরী শোনা যায়। "১৭

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের এই 'রণ-ভেরী' কবিতার উৎস সম্পর্কে নজরুল নিজেই লেখেন-

"গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক গভর্ণমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত। "১৮

- 'রণ-ভেরী' কবিতার উৎস সম্পর্কে নজরুল এই যে তথ্য দিলেন, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, স্বদেশ চেতনার প্রেক্ষাপটে নজরুলের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও ছিল স্বচ্ছ। তাঁর এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়েই বিশ্বমানবতার পক্ষে নজরুল তাঁর বিদ্রোহী আত্মার উন্মোচন ঘটান। মানবাত্মার পীড়নকারী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে তাঁর সৈনিক আত্মা বাজিয়ে যায় রণ ভেরী। উদঘাটন করতে চায় বিশ্ব-পীড়িতের স্বাধীনতা-

"যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হারাজি
সেই হাত দিয়া বিলাসকুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের, শ্রমিকের
যা দিয়েছে তাহে মেটেনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্ষণিকের
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব কব্জি শক্ত কর
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর। " ১৯

ইতিহাসও প্রমাণ দেয় যে, লালফৌজে যোগ দেওয়া সৈন্যদের রুশ অফিসাররা লুইসগান, মেশিনগান ও আরো ভারী ভারী অস্ত্রচালনায় দক্ষ করে তুলেছিলো। প্রথমে রশ সামরিক অফিসাররা ভারতীয়দের যুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের অসাধারণ যুদ্ধ দক্ষতার পরিচয় পেয়ে তাঁরা ভারতীয় সৈন্যদের প্রমোশন দিয়ে অফিসার পদে উন্নীত করেন। 'হেনা' গল্পেও আমরা দেখি, সোহরাবও নিজ দক্ষতা গুণে হাবিলদার হয়েছিল। পরে অফিসার পদে অভিষিক্ত হয়ে সে নিজেই বলে "আমি অফিসার হয়ে সর্দার বাহাদুর খেতাব পেলুম। "

এইভাবে আমরা দেখি যে, লালফৌজে যোগ দেওয়া ভারতীয় সৈনিকরা নিজের দক্ষতাগুণে প্রমোশন পাবার ফলে তাদের উৎসাহ আরো বেড়ে গেলো। নতুন নতুন ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ বাহিনী ছেড়ে আসতে লাগলো। ইরাণী বিপ্লবী সৈন্যরাও লালফৌজের ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড গঠন করলো। ফলে তাদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রিগেডের যোগাযোগ হলো। ব্রিটিশ ফৌজের হেড কোয়ার্টার্স ছিল মাশহাদ। লালফৌজের ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড-ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা মাশদাদ আন্‌কাবাদ অর্থাৎ তুর্কমেনিস্তানের রাজধানীর রাজপথের ধারে ধারে ইরাণী বিপ্লবীরাসহ ক্রমাগত এমন আচমকা আক্রমণ করতে থাকলো যে, তাতে তাদের রসদ বন্ধ হয়ে গেল। ব্রিটিশ ফৌজকে ইরাণের খোরাসান প্রদেশ খালি করে দিয়ে চলে যেতে হলো। জয় হল বিপ্লবের। জয় হলো পরাধীন মানবাত্মার। 'হেনা' গল্পের নায়ক সোহরাব পেয়েছিল। অফিসারের 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব। আমীর আমানুল্লার হয়ে যুদ্ধ করেই তার এই সম্মান লাভ। এই গল্পের রূপকারের কণ্ঠে বিশ্ব জাতীয় সংগীত কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, উদ্‌ভুত সংগীতটি তারই দৃষ্টান্ত-

"জাগো-
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
সব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত।। .....

কোরাস্: নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী। শোন্ রে সঞ্চয়ী।
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী
এই সংগ্রাম-মাঝ,
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।
অন্তর ন্যাশনাল-সংহতি রে।
হবে নিখিল-মানব জাতি সমৃদ্ধত।। " ২০

- কবি নজরুলের এই সঙ্গীত যেন আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের ন্যাশনাল সঙ্গীত। লালফৌজের ভাবাদর্শ বহনকারী সোহ্‌রাবের সঙ্গে গল্পকার নজরুলের আন্তর্জাতিক মানব-চেতনা হয়ে ওঠে এক সুরে বাঁধা। নিপীড়িত শোষিত বিশ্ববাসীর ক্রন্দন নজরুলের মানবতাবাদী কবিত্বসত্তাকে আহত করেছে। তাই ব্যথিতের সেই আত্মক্রন্দন তাঁর গল্পকেও প্রভাবিত করেছে। কবি নজরুলের কাব্যে বেদনার বিশ্বরূপের যে প্রতিফলন তাঁকে আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে, বিশ্বমানব বেদনার সেই গভীর অনুভূতিই তাঁর গল্পকেও কাঙ্ক্ষিত সাম্যবাদের অভিমুখী করেছে-

"এই বিশ্বে বিশ্বে আমার সবাই চেনা কেউ অচেনা নাই
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু, প্রিয়, ভাই।।
কোন সে লোকে নাই তা মনে চেনা ছিল সবার সনে
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
চোখ যারে কয় 'চিনতে নারি', প্রাণ কেন রে কাঁদে
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।
সব মানুষের প্রাণের কাছে আমার চেনা লুকিয়ে আছে
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হলে (এত) আনন্দ পাই।। " ২১

-যে কবি অন্তরের উদার মানবতায় শত্রুকে মিত্র ভাবতে পারেন, অচেনাকে চিনে নিয়ে অন্তরে আনন্দ অনুভব করতে পারেন, সেই বিশ্বমানবিকতার পূজারী কবির গল্পেও শত্রু হতে পারে মিত্র। অত্যাচারী শাসক ইংরেজও হতে পারে বন্ধু। অবশ্য এও সত্য যে, বিশ্বমানবতার অহিংসাবাদীদের সঙ্গে এই মনোভাবের আপাত সাদৃশ্য আছে বলে মনে হলেও, নজরুলের জীবন চেতনার প্রেক্ষিতে তাঁর নিখিলত্বের বোধ অহিংসানীতির সমর্থক নয়। তিনি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করতে চান। নজরুলের বিদ্রোহী প্রতিবাদে লুকিয়ে আছে বিশ্বজনীন মহত্ব। তাই তো তিনি স্পষ্ট বলতে পারেন-

"আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি। ..... তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত

করবে, চিররহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। " ২২

- মানুষের প্রতি নজরুলের এই আত্ম-প্রত্যয় শুধু জাতিক নয়, তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনাকেই করে সমুজ্জ্বল। বিশ্বের আর্ত-নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দনরোল যতদিন ধ্বনিত হবে ততদিনই নজরুলের বিদ্রোহ-বাণী ঐ অভাজনদের স্বপক্ষেই রণিত হবে। এখানেই নজরুল বিশ্বজনীন মানবমুক্তির কবি। মানব প্রত্যয়ী কবির স্বপ্ন তাই-

"আজি নিখিলের বেদনার্ত পীড়িতের মাখি খুন

লালে লাল হয়ে উঠিছে নতুন প্রভাতের নবারুণ। "

নজরুল তাঁর 'নবযুগ' প্রবন্ধে 'রুশ বিপ্লব', আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলামুক্ত তুরস্ক এবং পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। নজরুলের সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবনের শুরু থেকেই স্বদেশী চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি স্বদেশী চেতনাকে কেন্দ্র করে তার গভীরতলে পাওয়া যায় তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনার পরিচয়ও। রাশিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড, তুরস্ক, ভারত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংগ্রামের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও, এই সকল দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে তিনি কোনো প্রভেদ দেখেন নি। বিপ্লবের মাধ্যমে সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি কাস্তে হাতুড়ি ও তারা প্রতীকের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখতে পাননি।

"রুশিয়া বলিল মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির। ভাঙো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার স্বাধীনতা স্বীকার করিবে?..... আল্লাহ আকবর বলিয়া তুর্কি সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণ শিখ ফৌজের রক্ত রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতি সঞ্চার করিল। ..... আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যুদ্ধ শেষ হয় নাই, এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্ঠি আমাদের টুটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। "২৩

- এইভাবে 'নবযুগ' প্রবন্ধে নজরুল রাশিয়া, আয়ার্ল্যান্ড ও তুরস্কের বিপ্লব সংগ্রামের উল্লেখ কুড়ির দশকে তুলে ধরেছেন। বিশের দশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী জন-জাগরণের পটভূমিকায় যে অন্যান্য দেশের জাগরণও ক্রিয়াশীল ছিল, তার প্রতি নজরুলের দৃষ্টি নিক্ষেপ তাঁর আন্তর্জাতিক সংগ্রামী সচেতনতারই পরিচায়ক। আন্তর্জাতিক সংগ্রামী চেতনার এই সর্বস্তরীয় দৃষ্টি তাঁর সমকালীন অন্যান্যদের রচনায় এতো স্পষ্ট ছিল না।

আসলে, নজরুল তাঁর স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামকে দেখেছেন বিশ্বের মানবাত্মার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একসূত্রে প্রথিত করে। তাইতো তিনি বলতে পারেন-

"আজ যখন বিশ্ব-মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি-মুক্তি-মুক্তি-মুক্তি। হস্তে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি-ভরা মহাগৌরবময় মৃত্যু। " ২৪

-এই মহাগৌরবময় মৃত্যুর বাণীই গল্পকার নজরুল শুনিয়েছেন তাঁর 'হেনা' গল্পের বীর নায়ক সোহরাবের

কণ্ঠে-

"খোদা, আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা করেছি, একে যদি শহীদ হওয়া বলে, তবে আমি 'শহীদ' হয়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। "২৫

-সোহরাবের এই গৌরবময় মৃত্যুর আদর্শপূর্ণ উক্তিতে কবি নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই যেন আমরা শুনতে পাই এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে-

"ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠিছে হিমালয় চাপা প্রাচী!

গৌরী শিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!

দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া

জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,

মহাভারতের-জল-তরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী। ... ...

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,

দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা।

লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,

লোভ দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,

ফাঁসীর মঞ্চে কারার বেত্রে উহারা যে চির চেনা।

ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবেনা এই উৎপীড়নের দেনা?" ২৬

-স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লব অভিযান যেন কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। কল্যাণ দেবতার পরোক্ষ অঙ্গুলি নির্দেশে মহাভারতের পার্থের মতো সব্যসাচী নজরুলও আজ অত্যাচার নির্মূল করার ব্রতে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী। মানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে ওঠে যে প্রেম, হৃদয়ের সেই প্রেম-ধর্মই নজরুলের আদর্শ। 'যুগবাণী'তে নজরুল লিখেছেন -

"আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্বমানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি। "২৭

-নজরুলের কাছে মনুষ্যত্বের অর্থ হচ্ছে মানব প্রীতি। পুরস্কারের অর্থ বীর ধর্ম। তাঁর হৃদয় উৎস প্রেমের থেকে নিঃসৃত হয়েছে মানব-প্রীতি আর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুদ্র তেজে জ্বলে উঠেছে তাঁর পুরুষকার, বীরত্বের ধর্ম। এই উভয় ধর্মই মিলে মিশে নজরুলের গল্পকার আর কবির শিল্পী-আত্মাকে গড়ে তুলেছে। গড়ে তুলেছে তাঁর বিশ্বমানবতাবোধকেও। তাইতো তিনি বলতে পারেন-

"যাকরে তখত তাউস, জাগরে বেহুঁস

ডুবিল রে দেখ কতো পারস্য, রোম, গ্রীস, রুশ,

জাগিল তারা সকল, জেগে ওঠে হীনবল,

আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল। " ২৮

- নজরুল এখানে স্পষ্টই আশাবাদী। বর্তমানকে তিনি যে ভাবে পেয়েছেন, তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমানের তাজমহল গড়ে তুলবার প্রয়াসী তিনি। নবজগতের দূর সন্ধানী, অসীমের পথচারী নজরুলের, মানবতার কল্যাণ-রথ, সর্বদা সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে চলে বোধকে, মননকে। আন্তর্জাতিক পরিবেশে পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মগ্লানিকে স্থাপন করে, এই আশাবাদী কবি তাই ভারতাত্মার মুক্তির মধ্য

দিয়ে, প্রাগ্রসের বিশ্বমানবতার জয়। ঘোষণাই করে গেছেন তাঁর কবিতায়। আর সর্ব সাম্যবাদী ও বিশ্বমানবতাবাহী কবি-আত্মা তাঁর গল্পগুলিকেও দিয়েছে সম-আদর্শের মধ্যেও ভিন্ন স্বাদের মর্যাদা। কবির কল্যাণ-সুন্দর ধ্যানী-আত্মা তাঁর চৈতনালক্ষ্মী পূজারিণীর কাছে আশা রেখেছে -

"ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই/ তুমি নেবে তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন অবহেলে / শুধু ভালবেসে। "২৯

- কবির পক্ষ থেকে এই আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা, আমরা জানি না। কিন্তু সাধারণ কোনো কবির তুলনায়, মানুষের কবি নজরুলকে যে তাঁর এই বিশ্বমানবতার গুণেই স্বদেশবাসী অনেক অন্তরঙ্গ করে নিয়েছে তা অনুভব করেছি। নজরুলের কবি-আত্মার উদার প্রেম-ধর্মের এই লক্ষণ গল্পকার নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনাতেও ছড়িয়ে আছে-

"নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। "৩০

- নজরুলের স্বদেশপ্রেমের এই আদর্শগত বৈশিষ্ট্যে তাঁর যে কবি-ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তাঁর সেই বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের আদর্শ বিশ্বমানবতার অসীমত্বের প্রলেপ নিয়েই তাঁর গল্পগুলিকেও করে স্নিগ্ধ, সজীব। আর এই আন্তর্জাতিক মহিমায় অন্তরন্যাশনাল সংহতির গূঢ় যোগেই কবি নজরুল আর গল্পকার নজরুলের শিল্পী আত্মা সম-চৈতন্যবাহী হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমী বিদ্রোহী কবি নজরুল আর বিশ্বমানবতার সপক্ষে গল্পকার নজরুলের শিল্পীসত্তা, তাঁর বিদ্রোহী চৈতন্য সত্তায় সহোদরের মত একান্ত হয়ে আমাদের কাছে তাঁর সৃষ্টি নবাস্বাদিত সাহিত্যের আকর হয়ে ওঠে।

ডক্টর কমল আচার্য
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়
সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা

তথ্য সুত্র ও গ্রন্থ পরিচয়

১। 'নজরুল ইসলাম: কবি-মানস ও কবিতা': ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্কারশ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১১১।

২। 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' -মুজফ্ফর আহমদ: ন্যাশানাল বুক এজেন্সী ৮ম সংস্করণ ১৯৯৫,
পৃষ্ঠা ১১১।

৩। 'ব্যথার দান': 'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট (ঢাকা) সংস্করণ - ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৫।

৪। 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, প্রকাশনা, পৃষ্ঠা- ১৫।

৫। 'ফরিয়াদ': 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ।

৬। 'রাঙ্গাজবা': ১৬ সংখ্যক পদ। সূত্রঃ 'নজরল ভক্তিগীতি'। রাঙ্গাজবা। আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত। হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-২৪-২৫।

৭। 'ব্যথার দান': 'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট (ঢাকা) সংস্করণ ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫।

৮। 'ব্যথার দান': 'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট (ঢাকা) সংস্করণ ২০০৯, পৃষ্ঠা-৫।

৯। "চির বিদ্রোহী": 'বিদ্রোহী বাংলা', সাহিত্যম্ প্রকাশনা', পৃষ্ঠা ৩৮।

১০। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১। 'পাগল পথিক': 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ।

১২। 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ১৫।

১৩। 'বিদ্রোহী': 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ।

১৪। 'হেনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র'। 'সাহিত্যম্'। পৃষ্ঠা- ৩০।

১৫। 'নজরুল চরিত মানস' ড. সুশীল গুপ্ত। 'ভারতী' সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ৬৯-৭০।

১৬। 'কাজী নজরুল ইসলাম: 'স্মৃতিকথা' - মুজফ্ফর আহমদ। ন্যাশানাল বুক এজেন্সী। ৮ম সংস্করণ - ১৯৯৫। পৃষ্ঠা-১১০।

১৭। 'রণ-ভেরী': 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ।

১৮। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'রণ-ভেরী' কবিতার উৎস। 'অগ্নি-বীণা' কাব্য। ডি.এম.লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ। পৃষ্ঠা – ৪৭।

১৯। 'শ্রমিক মজুর': নজরুল ইসলাম।

২০। 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত': 'ফণী মনসা' কাব্যগ্রন্থ।

২১। 'লোকগীতি'- ২১৭ নং গীতি। সূত্রঃ 'নজরুল রচনা সম্ভার' - ৪র্থ খণ্ড। আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত, পৃষ্ঠা- ১৩০।

২২। শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান সাহেবের লেখা এক চিঠির প্রেক্ষিতে ১৯২৭ সালে লেখা নজরুলের প্রত্যুত্তরের অংশ বিশেষ।

২৩। 'নবযুগ'- 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থ। সূত্রঃ 'নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ' মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুল নবী সম্পাদিত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। ১ম প্রকাশ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-১৪।

২৪। 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'-প্রবন্ধ।

সূত্রঃ প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা- ১৬।

২৫। 'হেনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-৩১।

২৬। 'সব্যসাচী': 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থ।

২৭। 'যুগবাণী': নজরুলের প্রবন্ধ গ্রন্থ।

২৮। 'চল্ চল্ চল্': 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।

২৯। 'পূজারিণী': 'দোলন চাঁপা' কাব্যগ্রন্থ।

৩০। 'সত্য-শিক্ষা' - প্রবন্ধ। 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থ। সূত্রঃ 'নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ' মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুল্ নবী সম্পাদিত এবং নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। ১ম সংস্করণ।